R.N N0. 2532/57 Ph-266228(Press), STD 03483, M-8436330907 P. Regd. No.MSD/05/2010-12

উন্নতমানের পাগ মিল চিমনী ইটের জন্য যোগাযোগ করুন।
ইউনাইটেড ব্রীক্স
ওসমানপুর, পোঃ-জঙ্গিপুর
(মুর্শিদাবাদ)
ফোন নং- 03483-264271
M-9434637510
পরিবেশ দূষণ মুক্ত করতে
বৃক্ষরোপণ করুন। ভূ-গর্ভস্থ
জলের অপচয় রুখতে
বৃষ্টির জল সংরক্ষণ করুন।

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W.B)
প্রতিষ্ঠাতা – স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং-১২/১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন ঃ ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ।। মুর্শিদাবাদ
সোমনাথ সিংহ - সভাপতি
শত্রুঘ্ন সরকার – সম্পাদক

৯৯ বর্ষ
২৬শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ২৮শে কার্তিক, ১৪১৯
১৪ নভেম্বর ২০১২
নগদ মূল্য : ২ টাকা
বার্ষিক ১০০, সড়াক ১৮০ টাকা

রেশন কার্ড কেলেঙ্কারীর তদন্ত কবে শুরু হবে?

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ জঙ্গিপুর ফুড এন্ড সাপ্লাই অফিসের ইন্সপেক্টর দীনেশ সরকারকে রেশন কার্ড কেলেঙ্কারীর অভিযোগে গত সপ্তাহে পুলিশের হাতে তুলে দেয়া হয়েছে। জানা যায়, রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লক অফিস চত্বরে বসে অভিযুক্ত ইন্সপেক্টর অনেকদিন ধরেই রেশন কার্ড বন্টন নিয়ে নানা দুর্নীতি চালিয়ে যাচ্ছিলেন কয়েকজন দালালকে সঙ্গে নিয়ে। দালালদের অবাধ গতায়াত ছিল ইন্সপেক্টরের দপ্তরে। রেশন কার্ড রেজিষ্টারে দালালদের হস্তাক্ষর উজ্জ্বল হয়ে আছে আজও। গত বিধানসভা ভোটের আগে এলাকায় প্রভাব ফেলতে এক কংগ্রেস নেতা মোটা টাকার বিনিময়ে ঐ ইন্সপেক্টরের সই করা গোছা গোছা ফাঁকা রেশন কার্ড নিয়ে গেছেন। যার কোন হিসেব নাই। হিসাব আছে সম্মতিনগর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ৪৯৯৯টি কার্ড বিলির। বহু ফাঁকা কার্ড আজও নাকি নেতার ফাইলে চাপা পড়ে আছে। এছাড়া বিভিন্ন গ্রাম এলাকায় দালালদের মাধ্যমেও বিলি করা হয়েছে বহু কার্ড। এই কারণেই ১৮,৩০০কার্ড বিলি হয়ে গেলেও অফিস রেজিষ্টারে তার কোনও উল্লেখ নেই। এইভাবেই রেশন ডিলারদের সূত্র ধরে কয়েকজন দালাল করে খাচ্ছে। খোদ মহকুমা ফুড সাপ্লাই অফিসে প্রকাশ্যে জোরজুলুম পয়সা আদায় করছে অনেক কর্মী। কনট্রোলার দশরথ কোঁড়া সব কিছুই জানেন। (শেষ পাতায়)

জঙ্গিপুর এলাকায় ডেঙ্গু আজও অব্যাহত

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ জঙ্গিপুর পুর এলাকায় এবং আশপাশ অঞ্চলে ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগী আজও অব্যাহত আছে। জঙ্গিপুর পুর এলাকায় ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের শান্তি হালদারের ছেলে অজয়ের সম্প্রতি রক্ত পরীক্ষায় ডেঙ্গু ধরা পড়ে। তাকে জঙ্গিপুর হাসপাতাল থেকে বহরমপুর পাঠানো হয়। এদিকে জঙ্গিপুর পারের মাহাতো পল্লীর দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র ওমপ্রকাশ মাহাতো কোলকাতা থেকে অসুস্থ হয়ে ২৭ অকটোবর বাড়ী ফেরেন। জ্বর ও মুখ দিয়ে রক্তক্ষরণ হচ্ছিল। এই অবস্থায় জঙ্গিপুর হাসপাতালে ডাঃ হামিদ আলির তত্ত্বাবধানে ভর্তি হন। পরীক্ষা নিরীক্ষার পর ডেঙ্গি ধরা পড়ে। জঙ্গিপুর হাসপাতালে চিকিৎসায় তিনি সুস্থ হয়ে ওঠেন। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ (শেষ পাতায়)

মোটরসাইকেল আরোহীর দাপটে একই দিনে দু'পারে ছিনতাই

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ রঘুনাথগঞ্জ সিনেমা হাউসের কাছে বাজারপাড়া যাবার রাস্তায় এক পথচারীর ১ লক্ষ টাকা ছিনতাই করে মোটর সাইকেলের দুই আরোহী ১০ নভেম্বর দুপুরে। এর কিছু পরেই বেলা ১টা নাগাদ জঙ্গিপুরে গহগার ধার বরাবর কলেজ যাবার রাস্তায় এক মহিলার গলা থেকে ১ ভরি ওজনের সোনার চেন ছিনিয়ে নেয় মোটর সাইকেল আরোহীরা। একই দিনে দু'পারে ছিনতাই এলাকার মানুষকে বিচলিত করে।

স্টেট ব্যাঙ্কের কেন এই দুরবস্থা

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ জঙ্গিপুর স্টেট ব্যাঙ্ক শাখার লকারের ঘরটির দীর্ঘ দূরবস্থা কেন? সেখানে ছাদ টপিয়ে জল পড়ে ঘরের দেয়ালের রঙ বিবর্ণ হয়ে গেছে। মেঝের কার্পেট জলে ভিজে ভ্যাপসা দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে প্রতিনিয়ত। ওদিকে লকার হোল্ডারদের ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে বাইরে থেকে গেট বন্ধ করে দেয়ার নিয়ম যথারীতি চালু আছে। অল্প সময়ের প্রয়োজনেও গ্রাহকরা অস্বস্তি বোধ করছেন। অথচ ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের মধ্যে এনিয়ে কোন হেলদোল নেই। কেন লকার হোল্ডারদের এই ধরনের প্রতিকূল পরিস্থিতিতে পড়তে হবে?

৪০০ তাজা বোমা উদ্ধার

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকের সেকন্দরা গ্রামের এক পরিত্যক্ত বাঁশঝাড়ের মাটি সরিয়ে প্রায় ৪০০ তাজা বোমা পুলিশ উদ্ধার করে ৯ নভেম্বর দুপুরে। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে এস.ডি.পি.ও. এবং আই.সি. (শেষ পাতায়)

মদ্যপ স্বামীর ভোজালিতে স্ত্রী খুন

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকের বড়জুমলা গ্রামে সুকুমার রবিদাসের বিবাহিতা মেয়ে প্রতিমা (২৫) ৬ নভেম্বর রাতে বাবার বাড়ীতে গুরুতর জখম হন। (শেষ পাতায়)

বেনারসী, স্বর্ণচরী, কাঞ্জিভরম, বালুচরী, ইকত বোমকায়, পৈটানি, আরিষ্টিচ, জারদৌসী, কাঁথাষ্টিচ গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, কালার থান, মেয়েদের চুড়িদার পিস, টপ, ড্রেস পিস, পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।
ঐতিহ্যবাহী সিল্ক প্রতিষ্ঠান
গৌতম মনিয়া
ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে [মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টো দিকে (এ.সি.)]
পোঃ-গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন:২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল-৯৪৩৪০০০৭৬৪/৯৩৩২৫৬৯১৯১
।। পেমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা সবরকম কার্ড গ্রহণ করি।।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৮শে কার্তিক বুধবার, ১৪১৯

কালীপূজা – সার্ব্বজনীন মিলনোৎসব

বাঙালীর শ্রেষ্ঠ পূজা দু'টি। একটি শরৎকালে, একটি শরৎ শেষে হেমন্তে। একটি দুর্গা, অপরটি কালী। ব্যয়ের অঙ্কে একটি ধনী, অর্থশালী, রাজরাজারার পক্ষেই সম্ভব। অপরটি দুঃখী, ভিখারী, চালচুলোহীন শ্মশানবাসীর পক্ষে সহজে করণীয়। দুটিই অশুভ শক্তিকে পরাভূত করিয়া শুভ শক্তির বিজয় অভিযানের প্রতীক। দুই দেবীর পোষাক আশাকের পার্থক্যেই প্রতীয়মান হয় ধনী ও দরিদ্রের পার্থক্য। দেবী দুর্গা সর্বালঙ্কার ভূষিতা। তাঁর ভোগরাগেও অর্থ কৌলীণ্য প্রকট। দেবী কালিকা উলঙ্গিনী, সাজ-সজ্জার পরিপাটি নাই। রত্নালঙ্কারের পরিবর্তে বনকুসুমের মালায় সজ্জিতা তাঁর সর্ব অঙ্গ। শ্মশানের শবশির শবহস্ত তাঁর প্রিয় অলঙ্কার। প্রসাধনবিহীন তাঁর কেশ। তিনি এলোকেশী। বন্য উগ্রতা তাঁর চক্ষুতে, আননে, সর্ব অঙ্গে। তিনি বাহনবিহীনা। তাঁর চতুর্দিকে দেবমণ্ডলী নাই, আছেন অতি সাধারণ নীচ শ্রেণীর ডাকিনী, পিশাচিনীরা। শ্মশানবাসী শিবাকুল তাঁর নিত্যসঙ্গী। ভক্তকুলের অতি সাধারণ ফলমূলে, পানীয়েই তিনি তৃপ্তা। তাঁর আরাধনায় ব্যয়ের অঙ্ক অতি সাধারণ। তিনি সত্যিই মা। দীন-দরিদ্র, গৃহহীন, সমাজহীন হৃতসর্বস্বেরও তিনি জননী। তিনি একাধারে পরমস্নেহময়ী জননী, আবার উগ্র-শক্তিময়ী অসুরনাশিনী। সন্তানের মঙ্গলার্থে মা মহাকালী অশুভ অসুর শক্তিকে দমন করেন উগ্রচণ্ডা মূর্তিতে। আবার বারভয়দান করেন আপন সন্তানদের। বিলাস আলোকসজ্জার প্রতি তাঁর কোন স্পৃহা নাই। কর্মব্যস্ত সন্তানের সুবিধার্থে দিবসে তিনি পুজা চাহেন না। কর্মশেষে বিশ্রামের পর, রাত্রির নিস্তব্ধতার মধ্যে তাঁর পূজার আয়োজন। সামান্য প্রদীপের আলোই তাঁর মহাপ্রিয়। প্রাচুর্য্যহীন আরাধনা, বিলাসবর্জিত আরাধনার এই যে বৈশিষ্ট্য ইহাই সত্য, সত্য সার্ব্বজনীন আরাধনা। বাঙালীর ঘরে ঘরে ধনীদরিদ্র নির্বিশেষে, উচ্চ নীচ ভেদাভেদবিহীন, মহাশক্তির আরাধনা তাই এত প্রিয়। সেই মহানন্দের বহিঃপ্রকাশে ঘরে ঘরে হয় দীপাবলীর আলোকসজ্জা। এ এক প্রাণের পূজা, সত্যিকারের পূজা। মহাকালী মা। তিনি ব্রাহ্মণের, ক্ষত্রিয়ের, বৈশ্যের, এমন কি চণ্ডালেরও মা। শুচিতা অশুচিতার বালাই নাই এই মাতৃ আরাধনায়। তাই মহাশ্মশানের বুকেও তাঁর পূজাবেদী। সর্ব শ্রেণীর সর্ব বর্ণের মানুষের একত্রিত অঞ্জলি গৃহীত হয় মাতৃ চরণে। কালী পূজার মাধ্যমে তাই বাঙালীর মনের জাত-পাতের ভেদবিহীন, সার্ব্বজনীন মহাভাবের রূপটি ধরা পড়ে। বাঙালীর এ এক অনবদ্য সৃষ্টি। এ এক বর্ণ ভেদহীন সার্ব্বজনীন মিলনোৎসব।

চিঠিপত্র

[মতামত পত্র লেখকের নিজস্ব]

নিত্য যাত্রীদের ট্রেন ভাগীরথী এক্সপ্রেস

ধারাবাহিকভাবে একই পথে, একইভাবে যাতায়াতকারীদের নিত্যযাত্রী বলে অবিহিত করা হয়। গত সপ্তাহে আমি, আমার অসুস্থ আত্মীয়া ও তার মা এই তিনজন চিকিৎসার উদ্দেশ্যে কোলকাতা যাচ্ছিলাম। পথলব্ধ অভিজ্ঞতার তাগিদেই এই লেখার অবতারণা। কংগ্রেস ও তৃণমূলের টানাটানিতে জঙ্গীপুর রেল স্টেশন ছাগলের তৃতীয় সন্তান হয়েই রয়ে গেলো। রেলের হরির লুটে একটাই প্যাসেঞ্জার ট্রেনের বাতাসা এখানে জুটেছে। তাও এমন সময় এবং এতটাই দীর্ঘ যাত্রাপথ যে কোন উপকারেই লাগেনা। আর ভায়া জঙ্গীপুর ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস হাওড়ায় প্রায় ১.৩০টায় পৌঁছায়। হঠাৎ করে রিজার্ভেসন পাওয়াও অসম্ভব। আর আমার আত্মীয়ার ডাক্তার দেখানো শিয়ালদহ স্টেশনের কাছাকাছি এবং দুপুর ২.৩০টায়। অগত্যা –অসুস্থা সঙ্গী, তাই গাঁটগচ্ছা দিয়ে ভাড়ার প্রাইভেট গাড়িতে গত সপ্তাহের সোমবার ভোর প্রায় ৪.৩০ নাগাদ জঙ্গীপুর থেকে রওনা দিই লালগোলা স্টেশনের উদ্দেশ্যে – সকাল ৫.৫০ এর ভাগীরথী এক্সপ্রেস ধরবো বলে। এবং তারও প্রায় একঘন্টা আগে থাকতে যাওয়ার প্রস্তুতি অর্থাৎ রাত ৩.৩০ থেকে।

যাইহোক, তাড়াতাড়ি পৌঁছানোয় টিকিট কেটে পছন্দ মতো জানলার ধারের সিট্ জোগার করে আরাম করে বসলাম। একটু খালি খালি তাই আমার অসুস্থ আত্মীয়াকে একটু গড়িয়ে নিতে বললাম। ফুরফুরে হাওয়ায় চলন্ত ট্রেনে চোখটা একটু লেগে এসেছিলো ; ঘোর কাটলো বহরমপুর কোর্ট স্টেশনে প্যাসেঞ্জারদের ঢেউয়ে। প্রায় অসুরীয় লড়াই করে শক্ত, সামর্থ, ষন্ডাগন্ডারা এক ঝটকায় গোটা কামরাকে নাড়িয়ে দিয়ে উপরে উঠে এলো। আমার আত্মীয়ারা বেগতিক দেখে তড়িঘড়ি জানলার দিকে সিঁটিয়ে গেলো। দুর্ভাগ্যবশত আমরা পেছনের দিকের কামরায় ছিলাম এবং এগুলো নাকি মূলত নিত্যযাত্রীদের জন্যেই সংরক্ষিত কামরা ! জিয়াগঞ্জে বেশ কিছু সিট্ ধরে রাখা হয়েছিল; সেগুলি কেবলমাত্র নিত্যযাত্রীদের দখলে গেলো এবং ক্রমশঃ, তিনের সিট্ এ চার-পাঁচ, সিটের মাঝের প্যাসেজে, জানালার ধারে, যাতায়াতের রাস্তায়, গোটা গেট্ জুড়ে, গেটের ধার বরাবর সীটের হেলানের উপর বসে – নিত্যযাত্রী। বাচ্চা বুড়ো নিয়ে সাধারণ যাত্রীরা তালকানার মতো এদিক ওদিক করছে! শুরু হলো হৈ-হুল্লোড়, কামরার এপাশ থেকে ওপাশে জলের বোতল, ব্যাগ, তাসের প্যাকেট, তাস খেলার কাপড়ের টুকরো, চা-সিগারেট ইত্যাদি আদান প্রদান। কেউ বসে, কেউ দাঁড়িয়ে, কেউ হেলান দিয়ে, কেউ অন্যের ঘাড়ে ঠেস্ দিয়ে শুরু করলো তাস খেলা। এদের সাথে পাল্লা দিয়ে বেড়ে গেলো বিভিন্ন ধরনের হকারের, চোরের সাক্ষী গাঁটকাটা। এদের দুই তরফের কথাবার্তা, আন্তরিকতার আদান প্রদান এর রকম দেখে তাই মনে হলো। মোটামুটি বেথুয়াডহরীর পর শীট এক্সচেঞ্জ শুরু হলো। এর পর এলো বহু প্রতীক্ষিত কৃষ্ণনগর স্টেশন; আর এক দঙ্গল নিত্যযাত্রীদের সাড়ম্বর প্রবেশ। এবং শুরু হলো আসল নাটক ; রাণাঘাট ঢোকার আগেই শীট এক্সচেঞ্জ প্রক্রিয়াটি ব্যাপকভাবে বেড়ে গেলো। বেশ কয়েক ক্ষেত্রেই জোড়াজুড়ি, সদ্য স্নান করা ঘাড়ে পাউডার এবং বাহুমূলে 'ডিও' লাগানো নিত্যযাত্রী বাবুরা একযোগে বলতে শুরু করলেন –"অনেকক্ষণতো একটানা বসে, এবার একটু উঠুন, আর কতক্ষণ সীট্ দখল করে থাকবেন ?""শুনতে পাচ্ছেন না, কানে কালা নাকি, ঘাপটি মেরে বসে আছেন ?" ইত্যাদি কথ্য ভাষা ক্রমেই অকথ্য ভাষায় রূপান্তরিত হতে লাগলো। আমি শুনে বললাম "সঙ্গে পেশেন্ট রয়েছে"। সহৃদয় নিত্যযাত্রী জেরা করলেন–"পেশেন্টটি কে ?" "ওনাকে ছেড়ে দিচ্ছি, কিন্তু আপনিতো সুস্থ এবার উঠে দাঁড়ান, না হলে পা-হাত ঝিন্‌ঝিন্ করবে। একটানা এতক্ষণ বসে থাকতে লজ্জা হওয়া উচিৎ, দেখছেন না আমরা এতজন দাঁড়িয়ে ?" ওদিকে চিৎকার-চ্যাঁচামেচি শুনে মাথা ঘুরিয়ে দেখি, সীট্ ছেড়ে উঠতে না চেয়ে প্রতিবাদ করায় এক মধ্য বয়স্ক ভদ্রলোককে চারদিক থেকে ওরা ছেঁকে ধরেছে, তার উপর চলছে খিস্তি-খামারি। হকাররাও মাঝে মধ্যে টিপ্পনি কাটছে। দু-একজন তো দু-এক ঘা লাগিয়ে দিতেও উৎসাহ প্রকাশ করছে ! হাঁ করে দেখলাম – ২৪ থেকে ৫৮ এর নিত্যযাত্রীর দল কি ছাঁকা ছাঁকা খিস্তি মারছে। বুঝলাম না উঠলে এদিকেও বাণীবর্ষণ শুরু হয়ে যাবে। তাই উঠে দঁড়ানোই ভালো ! এদিকে ওদিকে তাকালাম, কোথাও চেকারের পাত্তা নেই। বুঝলাম ট্রেনটা নিত্য পাষন্ডদের হাতে বেদখল হয়ে গেছে। ভাবলাম মানে মানে নামতে পারলে এ যাত্রা পরিত্রাণ পাই। – রঞ্জন মুখোপাধ্যায় , জঙ্গিপুর

সাধারণ মানুষ কোন্ পথে যাবে ?

মোহাঃ জাকির হোসেন

দেশের বর্তমান আর্থিক পরিস্থিতিতে সংস্কার প্রয়োজন। কিন্তু শিল্পপতিদের কোটি কোটি টাকা আয়কর শুল্ক ছাড় এবং ডিজেলের দাম বৃদ্ধি করে, গ্যাসে ভর্তুকি কমিয়ে, বিদেশীদের হাতে খুচরো ব্যবসা তুলে দিয়ে সংস্কার অপ্রয়োজন। আর্থিক সংস্কার মানেই এই নয় যে, ডিজেলের দাম বাড়ানো, ভর্তুকি তুলে দেওয়া, খুচরো বাজারের ৫১ শতাংশ বিদেশীদের হাতে তুলে দেওয়া। মনমোহন সিংহ ২০০৪ সালে প্রধানমন্ত্রী হন। তখন রান্নার গ্যাস সিলিন্ডারের দাম ছিল ২৬০ টাকা, আর আজ তা বেড়ে হয়েছে ৪০৫ টাকা। একটি পরিবার যদি ছয়টির বেশী ব্যবহার করে তাহলে তাকে প্রায় দ্বিগুণ দামে সিলিন্ডার কিনতে হবে। বিগত কয়েক বছরে ডিজেল বা পেট্রোলের দাম দ্বিগুণ হয়েছে। তেলের উপর গণ পরিবহন দাঁড়িয়ে। ফলে জিনিসের দাম আরও বাড়বে তা

(পরের পাতায়)

সাধারণ মানুষ .....(২য় পাতার পর)

বলার অপেক্ষা রাখে না। সারা ভারতবর্ষে প্রায় ৯০ শতাংশ চাষী সেচের কাজে ডিজেল ব্যবহার করেন। দেশে কৃষিই মূল ভিত্তি। সেই কৃষির উপর আজ পর্যন্ত কোন সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করেনি কেন্দ্রীয় সরকার। কেন এখনও কোন সুস্পষ্ট কৃষিনীতি প্রণয়ন করেনি ? কেন চাষীদের জীবন ধারার মান উন্নয়ন হয় নি ? তার জবাব কংগ্রেসের কাছে দেশের আপামর জনগণের চাওয়া অত্যাবশ্যকীয়। কারণ স্বাধীনতার পর থেকে মাত্র কয়েক বছর বাদ দিলে পুরোটাই কংগ্রেস রাজত্ব করেছে। তড়িঘড়ি ভর্তুকি তুলে বিদেশীদের হাতে খুচরো ব্যবসা তুলে, ডিজেলের দাম বৃদ্ধি করে ১২২ কোটি মানুষের পেটে লাথি মারার ব্যবস্থা করছে বর্তমান সরকার। আগামী দিনে আমাদের বাজারের ফসল আমরা সহজ মূল্যে পাবই, এই কথা জোর দিয়ে বলতে পারবেন ডঃ মনমোহনজী ! খুচরো ব্যবসায়ে বিদেশী পুঁজির অনুপ্রবেশ আমেরিকার চাপে নয়তো ? তাছাড়া সোনিয়া গান্ধির চিকিৎসার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার ক্ষেত্রে এফ ডি আইয়ের সম্পর্ক রয়েছে কিনা অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করেন। ২০০৫ থেকে ২০১১ এই ছয় বছর রাষ্ট্রীয় বাজেটে প্রায় ৩ লক্ষ ৭৪ হাজার ৯৩৭ কোটি টাকা কর্পোরেট আয়কর ছাড় দিয়েছে। এই বছর বাজেটে শুধুমাত্র আমদানি শুল্কে আয়কর ছাড় দেওয়া হয়েছে - ১,৭৪,৪১৮ কোটি টাকা। এই বিশাল ছাড় কেবলমাত্র বড় বড় শিল্পপতি ও ব্যবসায়িদের জন্য। হীরা এবং সোনার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ শুল্ক ছাড় ৪৯ হাজার কোটি টাকার মতো। আমাদের রেশন ব্যবস্থা চালাতে এর অর্ধেক টাকা খরচ করতে হয়। সাধারণ মানুষ এর কতটা সুফল পান ? দেশের বাইরে প্রচুর কালো টাকা পড়ে আছে। সেই টাকা দেশে ফেরৎ নিয়ে আসার জন্য আমআদমির সরকার কোন প্রচেষ্টা করছে বলে মনে হয় না। গ্রামের মানুষ অগ্নিমূল্যের বাজারে কিভাবে দিন কাটাচ্ছেন এবং পানীয় জল, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা থেকে দিন দিন কিভাবে বঞ্চিত হচ্ছেন, সে বিষয়ে কি ডঃ মনমোহন সিংহ অবগত আছেন ? সংস্কার করতে গিয়ে তিনি হতদরিদ্র মানুষের উপর বোঝা চাপান। অথচ দুর্নীতিগ্রস্ত মন্ত্রী বা কালোবাজারী ব্যবসায়ীদের তো কিছুই হয় না। টুজি কেলেঙ্কারি, কোল ব্লক বন্টন, কমন ওয়েলথ গেমস কেলেঙ্কারি, যার মোট পরিমাণ ৪ লক্ষ কোটির ওপর। এই সব কেলেঙ্কারিকৃত টাকা সরকারের হাতে থাকলে পেট্রোল, ডিজেল বা গ্যাস অনেক কম দামে পাওয়া যেত। তাছাড়া আমরা যে দামে ঐ সব জিনিস ক্রয় করি, তার প্রায় ৪৮ শতাংশ ট্যাক্স সরকার নেই। ট্যাক্স কমিয়ে দিলেই তো দাম কমে যেত। খুচরো ব্যবসায় ৫১ শতাংশ বিদেশীদের হাতে ছেড়ে দিলে ওরাই তো নীতি নির্ধারক হয়ে যাবে। আজ মানুষ বড় অসহায়। এই পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় সরকারের জনস্বার্থবিরোধী সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সহমত পোষণ করা বাঞ্ছনীয়। নইলে সংস্কারের নামে সরকারের এই সব পদক্ষেপ আগামীতে আমাদের মত সাধারণ মানুষের সংসার পরিচালনা করা কষ্টসাধ্য হয়ে উঠবে।

ইন্দিরাপল্লীর কাছে পুকুর ভরাট ?

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ জনৈক রণজিৎ দাস রঘুনাথগঞ্জ ইন্দিরাপল্লীর দুর্গা মন্দিরের পেছনে রাস্তার ধারে পাঁচ শতক জায়গা কেনেন গোয়ালপাড়ার মানিক সূত্রধরের স্ত্রীর কাছ থেকে গত জুন মাসে। পার্শ্ববর্ত্তী পুকুরের জল সেই ভিটি ক্ষয় করায় জায়গাটা ভরাট করার কাজ শুরু করেন রণজিৎ। জলা ভরাট হচ্ছে বলে বিভিন্ন পত্রিকা খবর করলে প্রশাসন ও পুলিশের হস্তক্ষেপে কাজ বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু পরচায় ঐ মূল দাগ 'পুকুর' থাকলেও পরবর্ত্তীতে ১৫টি বাটা হয়ে বিভিন্ন খতিয়ান হয়ে যায়। তার মধ্যে ১০টি দাগই 'ভিটি' ও 'বাড়িতে' 'রকম' পরিবর্তিত হয়েছে। রণজিৎের বক্তব্য, কারো পুকুর আমার জায়গা গ্রাস করলে আমি তা উদ্ধার করতে পারবো না ? রেকর্ডে ভিটি দেখেই জায়গা কিনেছি।

ট্রেন থেকে পড়ে গিয়ে মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ মালদা-আজিমগঞ্জ-হাওড়াগামী ইন্টারসিটি একসপ্রেসে অম্বিকা কালনা স্টেশনের কাছে ৯ নভেম্বর ট্রেন থেকে পড়ে গিয়ে এক ব্যক্তি মারা যান। তিনি রঘুনাথগঞ্জ ফাঁসিতলার বাসিন্দা সাগর চ্যাটার্জী (৭২)। মাথায় আঘাত লেগে ঘটনাস্থলেই সাগর মারা যান বলে খবর।

RAMEL INDUSTRIES LTD.

Regd. off. - 15, Krishnanagar Road, Barasat
Kolkata-700126

র‍্যামেল মানে ভরসা
র‍্যামেল মানে আত্মবিশ্বাস
র‍্যামেল মানে প্রাণের বন্ধন

রিডিমেবল প্রেফারেন্স শেয়ার ক্রয় করুন এবং নির্দিষ্ট সময়ান্তে নির্দিষ্ট লভ্যাংশসহ শেয়ারের মূল্য ফেরত পেয়ে নিজের জীবনকে সমৃদ্ধ করুন।

ব্রাঞ্চ অফিস : রঘুনাথগঞ্জ বাস স্ট্যান্ডের সন্নিকটে, পোঃ-রঘুনাথগঞ্জ, জেলা - মুর্শিদাবাদ।

রেশনকার্ড (৩য় পাতার পর)

'ফরম ফুরিয়ে গেছে তাই নতুন কার্ড ইস্যু বন্ধ' নোটিশ ঝুলিয়ে দিয়ে রিসিভ ক্লার্ক হুমায়ন সেখ প্রকাশ্যে টাকা নিয়ে প্রচুর নতুন কার্ড ইস্যু করেছেন। তার ঘরে বসে দালালরা রেজিষ্টার পূরণ করেছে দিনের পর দিন। কনট্রোলার এসব জানতেন না? শেষে সংবাদ পত্রে এই অপকৃতির কথা প্রকাশ হলে হুমায়নকে ঐ দপ্তর থেকে সরিয়ে দেয়া হয়। এক অন্নে থাকা চার ভাই পরিস্থিতির চাপে একই বাড়ীতে চারটি পরিবারে বিভক্ত হয়ে গেছেন। সে ক্ষেত্রে পৃথক রেশন কার্ডের জন্য অফিসে আবেদন করলে তাদের পৃথক পৃথক বাড়ীর ট্যাকসের রসিদ দেখানোর নির্দেশ দিচ্ছেন ফুড সাপ্লাই কর্মী। একটা বাড়ীতে চারজনের পৃথক ট্যাকসের রসিদ দেখাতে না পেরে অনেকের কার্ড হচ্ছে না। দালালের মাধ্যমে টাকা দিলে সে কাজ হয়ে যাচ্ছে। আরও জানা যায়, রঘুনাথগঞ্জ-২ এলাকায় দালালদের মধ্যমণি ওখানকার কেরোসিন ডিলার নির্মল জৈনের প্রাক্তন কর্মচারী অচিন্ত্য দাস। ইন্সপেক্টর দীনেশ সরকারকে দাবিয়ে রেখে অফিসের রেজিষ্টার পর্যন্ত অচিন্ত্য বাড়ী নিয়ে চলে যেতেন বলে খবর। রেশন কার্ডের যা কিছু কারচুপি, দালালদের মাধ্যমে চড়া দামে নতুন রেশন কার্ড বিক্রী সব কিছুর পান্ডা এই অচিন্ত্য। মোটর সাইকেল নিয়ে অফিস দাপিয়ে বেড়াতেন অচিন্ত্য। কার্ডের জন্য দীর্ঘ লাইনকে উপেক্ষা করে অচিন্ত্য ইন্সপেক্টরের ঘরে ঢুকে পাশের চেয়ারে বসে রেজিষ্টারে শুরু করতেন তার কেরামতি। এই দুষ্টচক্রে দালালদের মধ্যে আছে মিনহাজুদ্দিন, পঙ্কজ, ডলার, রিয়াজুল, টিপু, চাঁদ, আমির, বীণা প্রমুখ। কার্ড কেলেঙ্কারীর তদন্ত হলেই এদের কীর্তিকলাপ জনসাধারণ জানতে পারবে।

ডেঙ্গু (৩য় পাতার পর)

কয়েকদিনের মাথায় তাকে ছেড়ে দেয়। এরপর ৩১ অকটোবর থেকে পুনরায় একই অবস্থায় ফিরে আসে। জ্বর ও মুখ দিয়ে রক্তক্ষরণ শুরু হয়। এই অবস্থায় জঙ্গিপুরের ডাক্তাররা তাকে কোলকাতা স্থানান্তরিত করেন। ওমপ্রকাশ পি.জি. হাসপাতলে গেলে তাকে বক্ষ বিভাগে ভর্তি করা হয়। উল্লেখ্য, কিছুদিন আগে অজানা জ্বরে মারা যান ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের জয়দেব হালদারের স্ত্রী মাধুরী (৫২)।

বোমা উদ্ধার (৩য় পাতার পর)

ঘটনাস্থলে গিয়ে মুখবন্দী প্লাস্টিক বালতির মধ্যে থেকে এই বোমা উদ্ধার করে সেগুলো নিষ্ক্রিয় করেন বলে খবর। উল্লেখ্য, ঐ অঞ্চলে সিপিএম ও কংগ্রেসের মধ্যে এলাকা দখলের রাজনীতিতে গত দুবছর আগে সেটি রণক্ষেত্রে রূপ নেয়। কয়েকজন প্রাণও হারায়। এলাকা শান্ত রাখতে ঐ সময় থেকেই সেকন্দরা হাইস্কুলে পুলিশ ক্যাম্প চালু করা হয়। আজও তা অব্যাহত আছে।

স্ত্রী খুন (৩য় পাতার পর)

তার স্বামী মদ্যপ রাজীব রবিদাস ঘটনার দিন রাতে শ্বশুরবাড়ী চড়াও হয়ে ভোজালি দিয়ে স্ত্রীকে নৃশংসভাবে জখম করে। জানা যায়, বছর চারেক আগে রামপুরা দ্বীপচর গ্রামে সুকুমার রবিদাসের ছেলে রাজীবের সঙ্গে প্রতিমার বিয়ে হয়। দুই সন্তানের মা প্রতিমা বিয়ের পর থেকেই মদ্যপ স্বামীর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে পড়েন। ঘটনার চারদিন আগে অসহ্য হয়ে প্রতিমা বাবার বাড়ী বড়জুমলা চলে আসেন। রাতের অন্ধকারে শ্বশুরবাড়ীতে চড়াও হয়ে রাজীব ভোজালি দিয়ে প্রতিমার ঘাড়ে আঘাত করে। রক্তাক্ত প্রতিমাকে জঙ্গিপুর হাসপাতাল থেকে বহরমপুর স্থানান্তরিত করা হয়। এদিকে গ্রামবাসীরা রাজীবকে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। প্রতিমা ৮ নভেম্বর বহরমপুরে মারা যান।

ফুলতলায় মাংসের দোকান চলছে

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ প্রায় সংবাদপত্রই খবর করেছিলেন ফুলতলায় সব মাংসের স্টল বন্ধ হয়ে গেছে এবং তার জন্য কোন কোন ব্যক্তির উদ্যোগকে সাধুবাদ জানানো হয়েছে। প্রকৃত ঘটনা কিন্তু এখনো দুটি স্টল যথারীতি সেখানে চলছে। গত সোমবার সকালেও ঐ দোকানে মাংস বিক্রি হয়েছে। অন্যদিকে শহরের রাস্তার মোড়ে মোড়ে অনেক বেআইনী ছাগলের মাংস বিক্রির ঠেক চলছে। এসবের ওপর পৌরসভার কোন নজর না থাকায় পাঁঠা বা খাসির মাংসের সঙ্গে পাঁঠিও কাটা হচ্ছে।

আমিন **তরুন সরকার**
Govt. of India, E.S.A, Regd. No. 159
সকল প্রকার ভূমি জরিপ এবং সাইট প্ল্যান কাজের জন্য আসুন।
ফোনে যোগাযোগ করুন - 9775439922
গ্রাম-ওসমানপুর (শিবতলা), জঙ্গিপুর, মুর্শিদাবাদ

মহেন্দ্রলাল দত্তের ছাতা
প্রসিদ্ধ মহেন্দ্রলাল দত্তের ছাতা, ব্যাগ ও রেন কোট এখন কোলকাতার দামে এখানেও পাবেন।
পরিবেশক : চন্দ্রস্ সিন্ডিকেট
রঘুনাথগঞ্জ পন্ডিত প্রেসের মোড়

জায়গা বিক্রয়
মিয়াপুরে ভদ্র পরিবেশে ২.৩৫ কাঠা করে দুটি প্লট বিক্রয় আছে।
যোগাযোগ করুন- মোঃ ৯৯৩৩৬৪১৩০০

কাজের জন্য উচ্চ মাধ্যমিক, বি.এ, বি-এসসি, বি-কম পাস ছেলে চাই।
যোগাযোগ :- ৯৭৩২৬৬০৫৩৫

অত্যাধুনিক স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তার মোড়কে
হোটেল ইন্ডিগো
(রঘুনাথগঞ্জ বাস স্ট্যান্ডের সন্নিকটে)
পোঃ-রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)
ফোন-০৩৪৮৩/২৬৬০২৩
সাধারণ ও এয়ার কন্ডিশন ব্যসস্থান, কনফারেন্স হল এবং যে কোন অনুষ্ঠানে সু-পরিষেবায় আমরাই

জঙ্গীপুরের গর্ব
আমাদের প্রতিষ্ঠান দুপুরে বন্ধ থাকে না
জঙ্গীপুর গিনি হাউস
শীততাপনিয়ন্ত্রিত শোরুম
গহনা ক্রয়ের উপরে ১২ মাস টাকা জমিয়ে ১ কিস্তি ফ্রি পাওয়া যায়।
আপনার প্রিয় শহর রঘুনাথগঞ্জ (দরবেশপাড়া), মুর্শিদাবাদ, Mob-9434442169 /9733893169

দাদাঠাকুর প্রেস এন্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ-রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন-৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পন্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।